| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই কার্ত্তিক ১৪২১
২৯শে অক্টোবর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুরে ট্যাঙ্কির জলে বিষ আতঙ্কে রহস্য কোথায় ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহরের মধ্যে ৯০০ লক্ষ লিটার ট্যাঙ্কিতে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের মধ্যে বিষ আতঙ্কে শহর ও আশপাশ এলকার মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যে রাতে। খবর, ঐ ট্যাঙ্কির নিরাপত্তায় দুজন গার্ড সুশোভন দাস ও গোপাল সেখ অনেক দিন ধরে নিযুক্ত আছেন। ট্যাঙ্কির জলে ক্লোরিন মেশানোর দায়িত্বও নাকি তাদের ওপর। ঘটনার দিন রাত ৭-৪৫ নাগাদ গোপাল সেখের চিৎকারে আশপাশের মানুষ ছুটে আসে। গোপাল জানান, কালো কাপড় মুখে বাধা ৩/৪ জন লোক তাকে মারধোর করে ট্যাঙ্কিতে উঠে বিষ মিশিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে চেয়ারম্যান, পি.এইচ.ইর লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুলিশকেও খবর দেয়া হয়। চেয়ারম্যানের নির্দেশে ট্যাঙ্কি ভর্তি জল ফেলে দেয়া হয়। পুলিশ পরীক্ষার জন্য ঐ জল সংগ্রহ করে। এই খবর নিমেষের মধ্যে মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা, সম্মতিনগর, সুজাপুর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন মসজিদ থেকে জল ব্যবহার না করতে প্রচার শুরু হয়। পরদিন পি.এইচ.ই দপ্তরে চেয়ারম্যান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পি.এইচ.ইর ইঞ্জিনিয়ার,থানার আই.সির

(শেষ পাতায়)

গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধে বাঁশের খাঁচা ও বালির বস্তাই ভরসা যোগাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসন ডিভিসন-১ এর তদারকিতে ভাগীরথী নদীতে ভাঙন রোধে ধনপতনগর, বিশ্বনাথপুর, চড়কা, দফরপুর, সাগরদীঘির বালাগাছি, ইসলামপুর ইত্যাদি এলাকায় কাজ চলছে। বাঁশের খাঁচা ও বালির বস্তা ভাঙন প্রতিরোধে সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কাজ শেষ হয়েছে। কোথাও চলছে। এই প্রক্রিয়ায় ভাঙন বন্ধ থাকায় নদীর ধারের বাসিন্দারা অনেকটা স্বস্তি পেয়েছেন বলে জানান ধনপতনগরের

(শেষ পাতায়)

প্রতিমা নিরঞ্জনে অশান্তিতে গ্রেপ্তার ২৫

নিজস্ব সংবাদদা া : কালী প্রতিমা নিরঞ্জনকে ঘিরে ২৬ অক্টোবর রাতে রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা মসজিদের কাছে ই সম্প্রদায়ের বচসা হাতাহাতিতে চলে যায়। এলাকার শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে উভয় সম্প্রদায়ের ১২ ও ১৩ মোট ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনা

(শেষ পাতায়)

জরুরের বাম কালিতে মানুষের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জরুর গ্রামে প্রায় ৩৫০ বছরের প্রাচীন বাম কালীর পুজো এবারও যথারীতি প্রাচীন প্রথা মতো শেষ হলো। দূর দূরান্ত থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণে ছাগ উৎসর্গ করেন। মোট ১৬০টি বলি হয়। জানা যায়, ২০১১ সালে কালী মায়ের রূপোর গয়নার ওজন ছিল প্রায় ৮ কিলো এবং সোনা ১ কিলো ২শো গ্রাম মতো। এরপর স্বাভাবিকভাবে সোনা ও রূপোর গয়না বেড়েছে। উল্লেখ্য, মায়ের সোনার জিভ লম্বায় প্রায় ৭ ইঞ্চি ও চওড়ায় ২ ইঞ্চি। প্রতিমার গলা থেকে হাটু অবধি রূপোর

(শেষ পাতায়)

তৃণমূলের গুণ্ডাবাজির প্রতিবাদে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম দলভুক্ত কাউন্সিলার হুমায়ুন সেখ তৃণমূল সমর্থকদের হাতে সম্প্রতি নিগৃহীত হন। তার প্রতিবাদে ১৯ অক্টোবর কাদিকোলা মোড়ে এক পথসভায় তৃণমূল সমর্থকদের ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম, সাহাদাত হোসেন, সোমনাথ সিংহ রায় প্রমুখ।

মিঠিপুর পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সিপিএম পরিচালিত মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তোলে কংগ্রেসীরা। সেখানে প্রধান মিঠু হালদারকে নিষ্ক্রিয় রেখে উপ প্রধান কাউসার আলি ও স্থানীয় নেতা নিখিল সিংহ রায় দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪২১

হেমন্ত ঃ ক্ষণিকের অতিথি

হেমন্তকে দেখিলেই মনে হয় সে যেন পৌঢ়, তাহার মুখাবয়বে উদাসীনতা এবং বিষন্নতার চিহ্ন। প্রকৃতির অঙ্গনে তাহার নিঃস্পৃহ পদক্ষেপ। যেন চরণে বিজড়িত কুণ্ঠা। তাহার অঙ্গে নামিয়া আসে ধীরে ধীরে ধূসরতার বিবর্ণ বিস্তার। ধানের ক্ষেতে, মাঠে প্রান্তরে জমিয়া ওঠে ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা। ঢাকা পড়ে দিগ্বিদিক। হেমন্তিকা তাহার অঞ্চল বিস্তার করিয়া আকাশের বুকে প্রজ্বলিত শত সহস্র দীপকে আবৃত করিয়া দেয়। আবার রাত্রি শেষে দিগন্ত-জোড়া ফসলে-ভরা মাঠের দিকে চোখ মেলিলে দেখা যায়--'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে অলস গেঁয়োর মতো।' অথচ গ্রাম পথে পথে, ঘরে ঘরে ফসলের ক্ষেতে আরম্ভ হয় মানুষের ব্যস্ততাভরা দিনরাত্রি। যেন চলিয়াছে দিন রাত্রির কাজ। কারণ এই হেমন্তেই তো কাটা হইবে সোনা ধান, আবার কৃষান-কৃষানীরা শূন্য গোলায় ডাকিবে ফসলের বান। আরও কয়েকটি দিন পরে, মার্গশীষ অগ্রহায়ণে বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হইয়া যাইবে বাংলার প্রাণের উৎসব--নতুন ফসলের তণ্ডুলজাত উৎসব--নবান্ন। গ্রামের নীরবতা ভরিয়া উঠিবে পৌষ পার্বনের প্রাণ কোলাহলে। 'সেদিন নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক এ পাড়ার বড়ো মেজো...ও পাড়ার দুলে বোয়েদের ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যাইবে'। হেমন্ত পঞ্চমীর অকৃপণ দানে বাংলার প্রায় প্রত্যেক মাঠেই সেই দাক্ষিণ্যের স্পর্শ। যেন ধরিত্রীর স্বর্ণালী অঘ্রাণে অমরার স্বর্ণ বৈভবের দ্যুতি। কর্ম ব্যস্ত গ্রাম বাংলায় এই মুহূর্তে হেমন্ত -কে যেন মনে হয় ক্ষণিকের অতিথি। অনেক কিছু দান করিয়া সে নীরবেই চলিয়া যায় নিজেকে নিঃস্ব করিয়া। তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার পল্লী বাংলার বুকে নামিয়া আসিবে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা। ধান কাটা হইয়া যাইবে, ক্ষেতে প্রান্তরে পড়িয়া থাকিবে বিচালি। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতোই নামিয়া আসিবে সন্ধ্যা। মাঠে মাঠে ঝরিয়া পড়িতে থাকিবে হেমন্তের শিশিরের জল। বহিয়া আনিবে হিমানী মাখানো শীতের বেলা।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

বন্ধ হয়ে গেল প্রাতঃবিভাগ প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদ-এর ২২ অক্টোবর '১৪ সংখ্যায় শ্রীকান্তবাটী পি.এস.এস.শিক্ষা নিকেতনের ২৫ জন শিক্ষকের লেখা প্রতিবাদপত্র পড়লাম। আমি ঐ স্কুলের একজন পড়ুয়ার অভিভাবক হিসাবে বলতে চাই--এরা কেউই ছাত্রদরদী নয়। টিউশনই এদের প্রধান লক্ষ্য। নির্দিষ্ট শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে অস্বীকার করলে তাকে প্যাকটিক্যালে নম্বর কম দেবার হুমকী দেয় এরা। প্রাতঃবিভাগের জন্য সকালের টিউশনি মার খাচ্ছে বলেই এই বিভাগ বন্ধের এত তোড়জোড়। প্রধান শিক্ষকও চুটিয়ে টিউশনি করেন। ছাত্রদের কম সময়ের পিরিয়ড, লাইব্রেরী, কম্পিউটার ব্যবহারে বাধা, মিড-ডে-মিল বা ছাত্রছাত্রীদের চলাচলে নিরাপত্তার কথা প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ থাকলেও এদের মূল লক্ষ্য সকালের টিউশনি। বর্তমানে শিক্ষকদের চাকরীতে স্বাচ্ছন্দ্য যতটা পরিমাণ বেড়েছে তার থেকেও বেশী তারা হীনমন্যতায় ভুগছে, যা ক্ষমাহীন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক অভিভাবক
গোপালনগর

সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি

সাধন দাস

কৌটোর মধ্যে লুকিয়ে-রাখা রাক্ষসদের প্রাণভোমরাটিকে গলা টিপে মেরে, দিঘীর অতল জলে ডুব দিয়ে পাতালপুরীর গোপন ঘরে, যেখানে ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা--তার শিয়রের কাছে পৌঁছে রাজপুত্র দেখে--ঘুমন্ত রাজকুমারীর মাথার কাছে একটি সোনার কাঠি, আরেকটি রূপোর কাঠি। রাজকন্যার গায়ে সোনার কাঠি ছোঁয়ালেই রাজকন্যা জাগবে আর রূপোর কাঠি ছোঁয়ালে রাজকন্যা আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

এই যাদুদণ্ড আসলে প্রতীকী। শুধু পাতালপুরীতে রাজকন্যার শিয়রের কাছেই নয়, এই বিশ্বের সর্বত্র রয়ে গেছে এক অদৃশ্য সোনার কাঠি আর এক অলক্ষ্য রূপোর কাঠি। এই দুই যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় আমরা সর্বদাই কেউ ঘুমিয়ে পড়ছি, কেউ বা ঘুম ভেঙে জেগে উঠছি। 'সঙ্গীত' হল সেই সোনার কাঠি, যে আমাদের অন্তরাত্মাকে ভালোবাসার ছোঁয়ায় জাগিয়ে দেয়। সঙ্গীত হল সেই নবচেতনার ভোরাই মন্ত্র--যার স্পর্শে সাত ভাই চম্পা জেগে ওঠে। একটি পারুল বোন ভালোবাসার আকুল আহ্বানে ডেকে ডেকে সারা হয়। সঙ্গীত হল সেই মন্ত্রমুগ্ধ গভীর ভালোবাসা, যখন 'সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান' আর 'সমস্ত আকাশে বাজে অনাদিকালের বিরহবেদনা' আর তখনই বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে, ছেঁড়াছাতা রাজছত্র মিলে' চলে যায় 'এক বৈকুণ্ঠের দিকে।' শুরের ঝর্ণাধারা ভালোবাসাকে উদ্বেলিত করে, আর ভালোবাসা ঘুমন্ত মানবাত্মাকে জাগায়।

স্থূল ভোগের আকাঙ্খাই হল রূপোর কাঠি, যা আমাদের ব্রাহ্মমুহূর্ত আরক্তিম পূর্বাচলের মতো জাগায় না, বরং বিগত রাত্রির অভিশপ্ত অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। শতাব্দী সঞ্চিত তিমির-তমিস্রায় ওই রাজকন্যার মতো আমরাও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব করি। তারপর একদিন বহু প্রতীক্ষার অবসানে আমাদের জীবনে মুক্তির উদাত্ত আহ্বান নিয়ে আমাদের প্রেমিক রাজপুত্র আসে। মোহরূপী রাক্ষসদলকে হত্যা ক'রে শিয়রে-রাখা সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আমাদের জাগিয়ে দেয় আর সোনার ধানের ডালা-ভরা স্বপ্ন সাজিয়ে ডেকে নিয়ে যায় পৌষের উন্মুক্ত প্রান্তরে। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই আর খুঁজে পাই বেঁচে-থাকার নতুন ঠিকানা।

এই সুপ্তি আর জাগরণের লীলা বৈচিত্র্যে জীবননদীর তরঙ্গমালা অবিরাম উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। জীবনটাই তো একটা রূপকথা।

খনার বচন আজও প্রাসঙ্গিক

শান্তনু সিংহরায়

'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ধন্য রাজার পুণ্যদেশ'' প্রবাদ বাক্যটির সঙ্গে আমরা কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির অল্পবিস্তর পরিচিত আছি। আজ থেকে বহু বছর আগে (আনুমানিক ৫০৫ খৃষ্টাব্দ) এক অসাধারণ বিদূষী মহিলা এই বঙ্গে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই বরাহমিহির এর সহধর্মিণী (মতান্তরে পুত্রবধূ) 'খনা'। তাঁর রচিত ছড়া 'খনার বচন' নামে পরিচিত। এই ছড়া বা বচনের মাধ্যমেই লোকশিক্ষা দিতেন। সেই সময় তাঁর বচনকে অব্যর্থ ভেবে, কাজে লাগিয়ে কৃষিকার্য্যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। যেমন 'চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি/ চাষার ক্ষেত্রে শুভ দৃষ্টি' এগুলি ছড়ার ঢঙে রচিত হলেও সে সময় কৃষককূল এর মর্মার্থ এবং উপযোগিতা ভালই বুঝতেন। 'খনার' অসাধারণ প্রতিভার জন্য সে সময় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাঁর 'জিভ' কেটে নেওয়া হয়। তবুও তাঁর প্রতিভাকে দমানো যায় নি। বর্তমান প্রজন্ম খনাকে ভুলেই যাবে যদি না সরকারী স্তরে তাঁর বচনগুলির যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয়। খনা সম্বন্ধে কৌতুহল এবং ধোঁয়াশা এখনও মানুষের মনে যুগপৎ আছে। তিনি শুধু কিংবদন্তি কবি, জ্যোতিষ বিদ্যায়ও অসম্ভব পারদর্শী ছিলেন। কৃষি সম্বন্ধীয় কিছু 'খনার বচন' নিম্নরূপ--

১) ধরলে পোকা দিবি ছাই/এর চেয়ে ভাল উপায় নাই। ২) ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ/ কিন্তু তাতে নাহি দুখ। ৩) নদীর ধারে পুঁতলে কচু/কচু হয় তিন হাত উঁচু ৪) এক অঘ্রাণে ধান।/তিন শ্রাবণে পান। ডেকে খনা গান। রোদে ধান, ছায়ায় পান। ৫) মাছের জলে লাউ বাড়ে, ধেনো জমিতে ঝাল বাড়ে। ৬) খনা বলে চাষার পো/শরতের শেষে সরিষা রো। ৭) ষোল চাষে মূলা/ তার আধা তুলা। ৮) আউস ধানের চাষ/ লাগে তিন মাস। ৯) বলদ থাকতে করে না চাষ/তার দুঃখ বারো মাস এ রকম প্রায় ১২২টি ছড়া উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যা বিভিন্ন প্রকার চাষ সম্পর্কে ধারণা দেয়। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগে, বিবাহযোগ্যা নারীর শুভাশুভ লক্ষণ, যাত্রাকাল, উপবাস, বারদেখা, ভূমিকম্প, অতিবন্যা, মাস গণনা সম্বন্ধীয় নানা বচনের উল্লেখ পাই। এই একুশ শতকেও তার উপযোগিতা সমানভাবে উপলব্ধি করা যায়।

জঙ্গিপুরের পুরাকথা

হরিলাল দাস

১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে গিরিয়ায় আরও এক যুদ্ধ হয়, যে যুদ্ধে মীরকাসেম কোম্পানীর ফৌজের কাছে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে পলায়ন করেন যে পথে আলিবর্দি এসেছিলেন সেই পথ দিয়েই। এ ভাবেই মোগলের প্রস্থান আর ব্রিটিশের আগমন। এই কারণেই গিরিয়াকে মুর্শিদাবাদের 'পানিপথ' বলেছেন অনেকে।

মিঠিপুর গ্রাম বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ দুইয়ে অবস্থিত--এই গ্রামের উত্তর পূর্বে ছিল গিরিয়া। ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ দিকে বাংলায় মোগল আধিপত্য কায়েম করতে অভিযান করেন রাজা মানসিংহ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অনেক চৌহান রাজপুত সৈন্য। তাঁদেরই কিছু সংখ্যক মিঠিপুরে থেকে যান। বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় আন্দোলন পর্বে এই মিঠিপুর গ্রামের কিছু কথা আসবে।

আগে সাগরদিঘির কথা এসেছে পরে বলা হচ্ছে, আরও কিছু জলাশয়ের বিষয়ে যার ইতিহাস আছে। এখন ৩৪ নং জাতীয় সড়কের অঙ্গীভূত হয়েছে আগের বাদশাহী সড়কের অংশ। বাদশাহী সড়কের পাশে অনেক জলাশয় এবং মসজিদ আছে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমায়। সেখের দিঘি বা রমনা সেখদিঘি এই মহকুমায় অবস্থিত আর একটি বড় জলাশয়। দৈর্ঘে এক কিলো মিটারের কাছাকাছি। দিঘির উত্তর পাড়ে অনুপপুর ও দক্ষিণে হাজিপুর। পাড়ে শেখসাহের দরগা ও মসজিদ। শোনা যায় আবু সৈয়দ তিরমিজ নামে এক ফকিরকে বাদশা হুসেন শাহ ৬৬ বিঘে জমি দেন। সেখানেই এই দিঘি। এই মহকুমায় আছে জিনদিঘি আরবি শব্দ 'জিন' বলতে বোঝায় রূপকথার দৈত্য। কথিত আছে জিনেরা এক রাত্রে এই দি[illegible]নন করে বলে জিনদিঘি নাম। পাশেই জিনদিঘি গ্রাম। এই গ্রাম বিখ্যাত করিয়া[illegible] গুমানি দেওয়ানের জন্মস্থান ও বাসস্থান। বর্তমানে প্রতিবছর কবিয়াল মেলা হয়। এখানে কবিগানের লোকচর্চা কেন্দ্র গড়ার কথা, কিন্তু এখনও হয় নি। 'রাজুয়া দিঘি' আছে বংশবাটি গ্রামে। রাজরাজেশ্বরী দেবীর নাম জড়িত। এই দিঘির জল কখনও শুকোয় না। রঘুনাথগঞ্জ থেকে যে সড়কপথ মণিগ্রাম-সাগরদিঘি-সুকী হয়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে গিয়ে মিলেছে সেই পথের 'চাঁদপাড়া' বাস স্টপের ১ কি.মি. উত্তর-পূর্বে আছে চাঁদদিঘি--হুসেন শাহের স্মৃতি বিজড়িত। এই পথের পাশেই সাগরদিঘি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র--আধুনিক জীবনযাত্রায় অপরিহার্য ও প্রগতির শক্তি স্রোত। এই পথের পাশেই সুকীর পরীসর দিঘি। এখানেও কালো পাথরের তিনটি বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে। গণকর এক বহু প্রাচীন জনপদ। রাজার দিঘি আছে গণকরে। শোনা যায় কোন এক রাজা (দনুজরায় ?) তাঁর মায়ের আদেশে এই দিঘি খনন করান। উল্লেখ, সম্প্রতি গুপ্তযুগের যে স্বর্ণমুদ্রাগুলো তোলা মাটি থেকে পাওয়া গেছে, সে মাটি আনা হচ্ছিল গণকর থেকেই। 'সাবকা দিঘি' ভুরকুণ্ডা গ্রামে সূর্যপুর মৌজায় অবস্থিত। সুফি সাধক আজম শাহের মাজার আছে। অসুস্থ শিশুকে স্নান করিয়ে মানত দেয়া চল।

প্রাচীন ইতিহাসের লিখিত প্রমাণ সর্বদা মেলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রচলিত লোকশিক্ষা উপেক্ষা করা চলে না। বরং এই সব ধরে গবেষণা করা চলে। বর্তমানে ভূগর্ভস্থ জলে টান পড়েছে। তাই বৃষ্টির জল সংরক্ষণে সরকারী প্রকল্প হচ্ছে। অথচ এই সব জলাশয় মজে যাচ্ছে। এদিকে নজর দিলে একশ দিনের কাজ প্রকল্পেও দিশা মিলবে। ..(চলবে)

বাজার দর সঙ্গে মধ্যবিত্ত সংকট

সুজিত ধর

বাজার দর লাগাম ছাড়া। নৈতিক জীবনে ব্যবহৃত জিনিসের গ্রাস থেকে রেহাই পাচ্ছে না কেউ। অথচ একটু অন্যরকম ছবিও তো দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে শপিংমল, বড় রেষ্টুরেন্ট, মাল্টিপ্লেক্সে ভিড় উপচে পড়ছে। দিকে দিকে ব্যাণ্ডেড পোশাক বিপণির নতুন নতুন শাখা খুলছে। তবে কি সব ক্রেতাই উচ্চবিত্ত ? টিভি, কাগজে নানারকম প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন। বলাবাহুল্য সেগুলিও খুব সস্তা নয়। মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত (গৃহকর্মী থেকে সবজিওয়ালা ছোট খাট হকার) প্রত্যেকেই ফোনে রাস্তাঘাটে অনর্গল কথা বলেই যাচ্ছে। চার্জ কিন্তু কম নয়। রাস্তাঘাটে অসংখ্য খাবারের দোকানগুলোতে লোক খেয়েই যাচ্ছে, আর রাস্তা নোংরা করছে। এখন আবার মধ্যবিত্তরা দেশ ছেড়ে বিদেশে হংকং, থাইল্যাণ্ড, ব্যাংকক পাড়ি দিচ্ছে। ঘরে ঘরে কম্পিউটার, ট্যাব, দামী জিনিসের ছড়াছড়ি। বাবা, মা না পারলেও কষ্ট করে কিনে দিতে বাধ্য হচ্ছে। খুব সাধারণ লোক নতুন ফ্ল্যাট কিনে আধুনিক গৃহসজ্জা, এসি, সিসিটিভি কিনতে কার্পণ্য করছে না। চড়া E.M.I হলেও 'কুছ পরোয়া নেহি'। মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে দামি গাড়িও চাই। তাছাড়া ছেলে মেয়েকে বহু টাকা ডোনেশন দিয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্ত্তি করতে পিছপা হয় না। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। যাদের একটু অর্থবল আছে বা পেনশনভোগী তারাই এই স্রোতে টিকে থাকছে। যাদের নেই তারা সমাজে অবহেলিত। অথচ বয়সের চাপে ওষুধ লাগবেই।

(শেষ পাতায়)

শব্দবাজি

শীলভদ্র সান্যাল

'এই ! এই ! সব ফচ্‌কে ছোঁড়া ! পাড়ার যত বিচ্ছু !
এত যে চেলাচ্ছি, কানে যাচ্ছে কি তায় কিচ্ছু ?
রাস্তা জুড়ে ফোটায়-বাজি ! যত্ত সবাই বিট্‌কেল !
লাগলে আগুন গায়ে, জানিস হবে কেমন খিট্‌কেল ?
সরকারি এই রাস্তা তোদের বাপের জমিদারি ?
বেশতো বাবা ! বোম-ফাটাবি, যা না বাগান-বাড়ি !
কিংবা বাড়ির ছাদে যা না ! যার যতটা ইচ্ছে
আশ মিটিয়ে পট্‌কা ফোটা ! কে আর বাধা দিচ্ছে !
কালীপুজো এলেই দেখি শব্দবাজির যুদ্ধ
পাড়ায়-পাড়ায়। ফুলিয়ে ওঠে পেটটা পিলে শুদ্ধ !
বিশেষ ক'রে বিসর্জনে সবার সে কী লম্ফ !
কান-ফাটানো শব্দে পাড়ায় জাগে যে হৃদ্‌কম্প !
কাণ্ড দেখে মা-কালীও তেমনই কাটেন জিভটা
ধুতরো ফুল কানে গুঁজে পড়ে থাকে শিবটা।
করনা তোরা করবি যদি হাজার রকম মস্তি
তাই বলে কি কাড়বি তোরা অন্যজনের স্বস্তি ?
কান পেতে শোনা চেঙরাগুলো, আমার কথা খাঁটি
খুশির তোড়ে পরের খুশি করিস না রে মাটি !'
বলতে বলতে পায়ের গোড়ায়-ফাটলো এসে পট্‌কা
গোঁত্তা খেয়ে বুড়োর প্রাণে লাগলো বিষম খট্‌কা
আজকালকার ছোকরাগুলো এমনি ইঁচোর পক্ব
কোনও কথা নেয় না কানে, যতই করো তক্ক।।

রীতি রেওয়াজ বাণিজ্যে না আসে

তুলসীচরণ মণ্ডল

রীতি রেওয়াজই কি পরবর্তীতে সমাজের সংস্কারে পরিণত হয় ? বাস করি পুরো চাঁই পল্লী ধনপতনগরে। আমি নিজেও ঐ সমাজের। আমার আশেপাশের চাঁই-ধানুক-যাদব-মাহিষ্য-রাজবংশী ইত্যাদি সমাজের মানুষেরা বেশীর ভাগই কালি এবং বলির ভক্ত। আর চৈত্র মাস এলেই নিস্তা-নুরপুর-আইলেরউপর-ত্রিমোহিনী-মিয়াপুর কালি পুজোয় মেতে উঠে এবং হাজার হাজার বলি হয় সেখানে। এবার রেওয়াজ রীতির কথাটা বলি। পুরনো দিনে আমাদের চাঁইপাড়াতে কেউ পাঁঠা দিলে ১০/১৫ ঘরে ১/২ পিস করেও কাঁচা মাংস বিলি করতো। এখনো সে সংস্কার দশের তরফে থেকে গেছে। অগ্রহায়ণ মাসে ধনপতনগরে কালি পুজোতে দশের নামে একটি বলি হয় এবং সেই বলির কাঁচা মাংস ১ পিস করে ধনপতনগরের ৩০০ ঘরে বিলি করা হয়। এটা নাকি মহাপ্রসাদ। অথচ দিব্যি কালির থানে খিচুরী ভোগের সঙ্গে বলির মাংস রান্না করে ভক্তজনের মধ্যে বিলি হলে ভাল হয়। কিন্তু চাঁইরা ভীষণ গোঁড়া। বড়ই প্রাচীনপন্থী। যদিও ব্যক্তিগত বলির প্রসাদ বিলিটা বন্ধ হয়ে গেছে। সে স্থলে ২০/২৫ঘরকে বাড়ি শুদ্ধ দুপুরে খেতে বলা হয়। আর ভোজে জোটে ডাল-ভাত-আলুভাজা-চাটনি এবং ছোট ছোট ২ পিস রান্না করা মাংস। কেননা না না করেও ২০/২৫ ঘরের প্রায় ২০০শো লোক সেখানে খান। কিন্তু একটা মারাত্মক রীতি রেওয়াজ জন্ম নিচ্ছে। নিমন্ত্রিত ২০/২৫ ঘর হতে নতুন ধুতি বা শাড়ী মিলিয়ে ২০/২৫ খানা জুটে যায় নিমন্ত্রিনকারীর হাতে। একই পরিবারকে ২/৩টি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে তো কথায় নেই। তার মাথায় বজ্রপাত ছাড়া কি। আমার দৃষ্টিতে এই নিয়ম নীতি অবশ্যই একটা ব্যবসায়ে পরিণত হচ্ছে। আগামী দিনের সমাজ বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে কি ভাবছেন।

শিক্ষকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশান্ত দাস (৭০) কোলাকাতার এক নাসিংহোমে ২৬ অক্টোবর রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রশান্তবাবু বেশ কিছু সময় ধরে কিডনী ও সুগারে ভুগছিলেন। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ২৭ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে।

জরুরের বামকালী ..... (১ পাতার পর)

মুণ্ডমালা ছাড়া সোনা ও রূপোর দুটো বৃহৎ আকারের মুকুট বংশ পরাক্রমে সেগুলো আজো দেবীর অঙ্গে শোভিত হচ্ছে। আজো পুজোর গঙ্গাজল বহন বা দেবীর কেশ বিন্যাসে নির্দিষ্ট আছে গ্রামের এক একটি পরিবার বংশপরানুক্রমে।

প্রতিমা নিরঞ্জন ..... (১ পাতার পর)

নিয়ে প্রতিমার হাত ভাঙা, থানা ঘেরাও ইত্যাদি নানা গুজব, এলাকার বিভিন্ন কোণে জটলা শুরু হলেও আদৌ সে রকম কিছু হয়নি বলে আই.সি জানান। এলাকার মানুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে একটা সভা ডাকবে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে আরও কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এলাকা থমথমে। পুলিশ টহল চলছে।

মিঠিপুর পঞ্চায়েত..... (৩ পাতার পর)

বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে ১৬ অক্টোবর কংগ্রেসীরা ২১ দফা দাবীর ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেয়। প্রধান দাবীর মধ্যে ছিল--১। ইন্দিরা আবাস যোজনায় সরকারী নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করে দলবাজি। ২। পঞ্চায়েতের যে কোন সভায় রেজিলুইশন প্রথা চালু রাখতে হবে। ৩। রাস্তার আলোর অব্যবস্থা দূর করতে হবে ইত্যাদি।

বাজার দর..... (৩ পাতার পর)

কোন কোন ওষুধ কেনাও দু:সাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেখাশোনা করার সেবিকার পারিশ্রমিক ও আকাশছোঁয়া। এদিকে ফিস ডাক্তারের বাড়তেই আছে। সঙ্গে পরিবহন খরচও। অটো বা সাইকেল রিক্সার ভাড়ার কোন ঠিক নেই। ব্যাটারী রিক্সা কিছুটা পরিবহন খরচে মধ্যস্ততা এনেছে। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্নীতি। বাজপেয়ী সরকারের পর আশঙ্কা হচ্ছে কোন সরকারই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কঠোর হতে পারবে না। আসলে কথাই আছে না--যে লঙ্কায় যায় সেই রাবণ হয়।

জঙ্গিপুর ট্যাঙ্কির ..... (১ পাতার পর)

আলোচনার পর সম্পূর্ণ ট্যাঙ্কি পুরিশুদ্ধ করে পুনরায় জল মজুত করা হয়। এর জন্য শুক্রবার সকালে সরবরাহ বন্ধ থাকে। পুলিশ সন্দেহক্রমে গোপাল সেখকে গ্রেপ্তার করে। মদ্যপ গোপাল এই ধরনের গুজব কাদের ইঙ্গিতে ছড়ালেন এই নিয়ে তদন্ত চলছে। পুরসভা নির্ভয়ে পানীয় জল ব্যবহারে শহরে মাইকিং করে।

গঙ্গা ভাঙন..... (১ পাতার পর)

তুলসী মণ্ডল। তাঁর মতে এত ভালো কাজ আগে হয়নি। সেখানে আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসুর স্মৃতিপীঠ রক্ষায় রাতে সার্চ লাইট জ্বেলেও কাজ হয়েছে। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে এলাকার মানুষের অসহযোগিতায় দু' দু'বার কাজ শুরু করেও তা সম্পূর্ণ করা যায়নি। ওখানকার একমাত্র রাস্তার কিছুটা অংশ নদীতে ধ্বসে গিয়ে চলাচলে বিপর্যয় এনেছে। পার্শ্ববর্তী খোসালপুর গ্রামে ভাঙন রোধের কাজ চলছে। এ্যান্টি ইরোসনের জনৈক কর্মী আক্ষেপের সঙ্গে জানান, আগে দপ্তরে ৮ জন ইউ, ডি এবং ১৫ জন এল.ডি কর্মরত ছিলেন। আজ ২০১২-১৪ তে একজন ইউ.ডি. দিয়ে তিনটি অফিস অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ সাবডিভিসন এবং ডিভিসন এর কাজ সামলাতে হচ্ছে। আর এল.ডি,মাত্র ২ জন। অথচ কাজের পরিধি বেড়েছে। দপ্তরের কর্মী সংখ্যাও তলানিতে ঠেকেছে।

অগ্রহায়ণ এবং
মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড নিতে সরাসরি চলে আসুন
নিউ কার্ডস ফেয়ার
দাদাঠাকুর প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, সম্মতিনগর শাখায় আমি ৪৫,০০০ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করি, যার এ্যাকাউন্ট নং 5490140009331 ; গত ২০-৩-১৪ অটোতে বাড়ী ফেরার পথে ব্যাগটি পড়ে যায়। ব্যাগের মধ্যে সার্টিফিকেটটি ছিল। অনেক খোঁজাখুজির পর না পেয়ে জঙ্গিপুর টি.ও.পিতে ২৫-৩-১৪ একটি জি.ডি করি (G.D.E.No 681)। কোন সহৃদয় ব্যক্তি খোঁজ দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বেবী খাতুন, স্বামী গুদর সেখ
পিয়ারাপুর, পো: সম্মতিনগর (মুর্শিদাবাদ)
মো : 9748267469

বাড়ী ভাড়া

রঘনাথগঞ্জ তরকারি বাজারের কাছে দোতলায় দুটি ঘর, রান্না ঘর, টয়লেট, করিডোর ছাড়া ট্যাপের জল। ফোন : ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।